নির্বাচনকমিশন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ২০১৭-ভোট দেওয়ার অধিকার অথবা না দেওয়ার- একটি ব্যাখ্যা রাজনৈতিক দল-ও যদিতার সদস্যদের নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ার নির্দেশ

Posted On: 10 JUL 2017 11:16AM by PIB Kolkata

চলতি সময়ে, ২০১৭'র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষিতে, সন্দেহ দেখা দিয়েছে, নির্বাচক মন্ডলীর মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য,দলের সিধান্ত লঙ্ঘন করে ভোট দিলে ভারতীয় সংবিধানের দশম তপশীলের অধীনে দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী, সম্লিষ্ট ব্যক্তি পদ হারাবেন কি না। কোন রাজনৈতিক দল-ও যদিতার সদস্যদের নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেয়, অথবা একেবারেই ভোটনা দিতে বলে তাহলে ঐ দলের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংস্থান রয়েছে কি না।অতীত দিনেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ে এই ধরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল। এই ধরণের প্রেসবিজ্ঞপ্তি সাধারণের জ্ঞাতার্থে পুনরায় নিচে দেওয়া হল।

" ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের প্রেক্ষিতে কমিশন একথা স্পষ্ট করে জানাতে চাই যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদান বাধ্যতামূলক নয়। এমনকি লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনেও ভোটদানের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ভারতীয় দন্ডবিধির ১৭১এ(বি)ধারায় ভোটদাতার নির্বাচনী অধিকারকে সজ্ঞায়িত করতেয়া বলা হয়েছে তা হল ' ভোটে দাঁড়ানোর, বা না দাঁড়ানোর,প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের, অথবা নির্বাচনে ভোট দেওয়া অথবা না দেওয়ার অধিকার ' । অতএব রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর সমস্ত সদস্যের পছন্দ মত প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অথবা না দেওয়ার অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তারা কোনও প্রার্থীর পক্ষে ভোটদানের জন্য প্রচার করতে পারে, তাকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারে অথবা ভোটদান থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধও জানাতে পারে। তবে কোন রাজনৈতিক দলই তাদের সদস্যদের কোনও নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দেওয়া অথবা না দেওয়া বিষয়ে কোন হুইপ জারি করতে পারে না।কারণ ভারতীয় দন্ডবিধির ১৭১এর সি ধারা অনুসারে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য এই ধরণের হুইপকে অপরাধের পর্যায়ে গণ্য করা হতে পারে।

কমিশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে স্পষ্টিকরণের জন্য আরও জানানো হচ্ছে যে, লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে তফাৎ রয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট ২০০৬ সালে ভারত সরকার বনাম কুলদীপ নায়ারের মধ্যে মামলায় (এআইআর ২০০৬, এসসি ৩১২৭) এই রায় দেন। রাজ্যসভা নির্বাচনে যদি কোনও বিধায়ক দলের নির্দেশ অমান্য করে অন্যকোন প্রার্থীকে ভোট দেন তাহলে সংবিধানের দশম তপশিলের সংস্থানগুলি প্রযোজ্য হবে কি না অথবা ওপেন ভোটিং বাখোলাখুলি ভোটদানের ব্যবস্থা করা উচিত কি না, এই প্রশ্নের বিচার করতে গিয়ে সুপ্রীমকোর্ট জানিয়েছিলেন রাজ্যসভা নির্বাচনে দলের নির্দেশ অমান্য করে ভোট দিলে কোন নির্বাচকের বিরুদ্ধে দশম তপশিলের শাস্তিমূলক বিধানগুলি প্রয়োগ করা যাবে না। ঐ মামলায় সুপ্রীম কোর্টের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজ্যসভার আসন পূরণের জন্য নির্বাচনে বিধানসভা পর্যায়ে ভোটের সংস্থান রয়েছে। অন্যদিকে সংবিধানের দশম তপশিলে বলা হয়েছে যে খোলা ব্যালট ব্যবস্থায় ভোটদান করা হলে তানির্বাচন প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্যকেই ব্যর্থ করে দেয়। এছাড়া এর পবিত্রতা এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সাংবিধানিক সংস্থানগুলিও লঙ্ঘিত হয়। তাঁরা আরও বলেন খোলা ব্যালট ব্যবস্থায় ভোটের সঙ্গে দশম তপশিলের দলত্যাগ বিরোধী সংস্থান অনুসারে ভোট হলে, তা একটি রাজনৈতিক দলের হুইপ ভিত্তিক নির্বাচন এবং ক্ষমতার জোরে নির্বাচনে পর্যবসিত হয়। তাই কি হোতো হলোহান বনাম যাচ্ছিল্লুহ মামলায় আইনটিকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে খোলাব্যালট ব্যবস্থায় কোন বিধায়ক ভোটদান করলে তিনি সংবিধানের দশম তপশিল অনুসারে দল বিরোধীতার দায়ে পড়বেন এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ সংবিধানের এই অংশটি সম্পূর্ণ পৃথক উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

১৯৮৪ সালেও মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট পুশুপতিনাথ সুকুল বনাম নেমচন্দ্র জৈয়ন মামলায় (এআইএর১৯৮৪ এসসি ৩৯৯) বলেছিলেন যে রাজ্যসভার নির্বাচনে বিধানসভার সদস্যদের অংশগ্রহণ একটি বিধানসভা বর্হিভূত কাজ এবং বিধানসভার কার্যক্রমের মধ্যে পড়েনা। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্যও সংসদের উভয়পক্ষের সদস্য এবং বিধানসভা সদস্য নিয়ে গঠিত নির্বাচক মন্ডলী (সংবিধানের ৫৪ ধারা) ভোট দিয়ে থাকেন। নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যরা বিধানসভার বাইরের কাজ হিসেবে ভোট দেন এবং এই কাজ বিধানসভার কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে না।

অতএব কুলদ্বীপ নায়ার এবং পশুপতিনাথ সুকুল মামলায় সুপ্রীম কোর্টের যে পর্যবেক্ষণ ওপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের মতামত হচ্ছে এই যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়া অথবা না দেওয়া, কোনভাবেই ভারতের সংবিধানের দশম তপশিলে বর্ণিত সংস্থানের মধ্যে পড়েনা। তাই নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের পছন্দ অনুসারে ভোট দিতে পারেন অথবা নাও দিতে পারেন। "

ভারতের নির্বাচন কমিশন

নতুনদিল্লী ৬ জুলাই ২০১৭

(Release ID: 1494939) Visitor Counter : 2

Background release reference

ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের প্রেক্ষিতে কমিশন একথা স্পষ্ট করে জানাতে চাই যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদান বাধ্যতামূলক নয়